॥ শ্রীশ্রীঅভিরামদেবো বিজয়তে ॥

পরমপূজ্য পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রী ১০৮
শ্রীপ্রিয়াচরণ দাস বাবাজী মহারাজের
গুণলেশ সূচক কীর্ত্তন

শ্রীগৌরাঙ্গ পদাম্ভোজমত্তালি সদ্ গুণালয়ম্।
শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাব্জমকরন্দ নিষেবিনম্ ॥
শ্রীভাগবত সিদ্ধান্তপারগং করুণং গুরুম্।
শ্রীপ্রিয়াচরণং বন্দে গোবর্দ্ধননিবাসিনম্ ॥

রচয়িতা

শ্রীমদনমোহন দাস শাস্ত্রীজী

প্রথম প্রকাশক

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী মহারাজ (ভাগবত ভবন)

দ্বিতীয় প্রকাশক

তদীয় চরণানুগ শিষ্য-সেবকবৃন্দ

সম্পাদকঃ-

পণ্ডিত রঘুনাথ দাস শাস্ত্রী (ব্যাকরণ,বেদান্তদর্শন)

ভাগবত নিবাস, শ্রীধাম বৃন্দাবন

পণ্ডিত শ্রীসনাতন দাস শাস্ত্রী (নব্যব্যাকরণ)

হরিপুরা, গোবর্ধন

পূজ্যপাদ শ্রীল প্রিয়াচরণ দাস বাবাজী মহারাজের গুণলেশ সূচক কীর্ত্তন ।

শ্রীগৌরাঙ্গ পদাম্ভোজমত্তালি সদ্ গুণালয়ম্ ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাব্জমকরন্দ নিষেবিনম্ ।।
শ্রীভাগবত সিদ্ধান্তপারগং করুণং গুরুম্ ।
শ্রীপ্রিয়াচরণং বন্দে গোবর্দ্ধননিবাসিনম্ ।।

জয়রে জয়রে জয়, সকল সদ্ গুণালয়,
গুরু মোর শ্রীপ্রিয়াচরণ ।
পাইয়া সান্নিধ্য লোক, পাশরিল সব শোক,
পাই ভক্তি রত্ন মহাধন ।।
বাঁকুড়ায় অবস্থিত, বিষ্ণুপুর নামে খ্যাত,
তাহাতে বৈতাল নামে গ্রাম ।
আঠারশ ৯৭ সনে, মাঘী পূর্ণিমার দিনে,
শুভক্ষণে লভিলা জনম ।।
শ্রীমতী বাসনা মাতা, শ্রীরাসবিহারী পিতা,
পুত্রনাম রাখে পুণ্ডরীক ।
কৃত কর্ম্ম পূর্ণ করি, ইষ্ট পদ হৃদি ধরি,
চলিলেন জননী জনক ।।
খুল্লতাত সযতনে, পালে শিশু হর্ষ মনে,
বাল্যকালে বিদ্যা আরম্ভিলে ।
সর্ব্ববিদ্যা অধ্যয়ণ, নানাশাস্ত্রে পরিজ্ঞান,
প্রবীন হইলা অল্পকালে ।।
চিন্তা কর মনে মনে, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনে,
মানুষ জনম বৃথা গেল ।
প্রবল বৈরাগ্য মনে, জনৈক সাধুর সনে,
মনোদ্বেগে বাহির হইল ।।
আসি উত্তরা খণ্ডেতে, চড়ি দুর্গম পর্বতে,
ভয় উপজিল অতিশয় ।
তাহাতে উদ্বিগ্ন মন, গৃহেতে প্রত্যাবর্ত্তন,
তথা রহি মাস কতিপয় ।।
উদ্বেগে রহিতে নারি, দুইভাই সঙ্গে করি,
ব্রজপথে বাহির হইলা ।

অতি সে উদ্ভ্রান্ত মনে, দুই ভাই লইয়া সনে,
ক্রমে মধুপুরী উত্তরিলা ।।
কৃপাসিন্ধু মহাশয়, করুণা বরুণালয়,
দেখি তিনি তোমারে চিনিল ।
গঙ্গাজী মন্দির মাঝে, অতীব শোভায় রাজে,
রাধাসহ মদন গোপাল ।।
তঁহি বাবা হর্ষভরি, সিঞ্চিল করুণা বারি,
তোমাকে করিল দীক্ষা দানে ।
মাঘী পঞ্চমীর দিনে, পূর্ণকুম্ভ শুভক্ষণে,
বেশ দিল যমুনা পুলিনে ।।
বৈরাগ্যের বেশদিয়া, আনন্দিত হৈল হিয়া,
নাম রাখে শ্রীপ্রিয়াচরণ ।
যোগ্যস্থানে কৃপাকরি, দেখাইল জগভরি,
শিষ্য মোর পরম রতন ।।
তবে আসি বৃন্দাবনে, শোভাবলী দরশনে,
পুলকিত হৈলা তনুমন ।
গৌর গোবিন্দ স্মরি, যমুনাতে স্নান করি,
শ্রীবিগ্রহ কৈলা দরশন ।।
তথা এক ব্রজমাতা, বাৎসল্যেতে প্রপূরিতা,
দেখি তব কোমল বদন ।
প্রাণে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে, তোমারে ধরিয়া কাঁদে
লইয়া যায় আপন ভবন ।।
অতীব বৈরাগ্য মনে, ভ্রমিলা দ্বাদশ বনে
সদাধ্যান শ্রীকৃষ্ণচরণ ।
গুরুদেব আজ্ঞা নিয়া, তীর্থকাম্যবনে গিয়া,
জগন্নাথ করিলা সেবন ।।
রাম নামে তব ভ্রাতা, প্রাণত্যাগ কৈল তথা,
সমাধি করিয়া কাম্যবনে ।
অতি দুঃখে দুইজন, ছাড়ি সেই কাম্যবন,
নন্দীশ্বরে কৈলা আগমনে ।।
কুঞ্জকুটীরে নিবাস, ভজনেতে মহোল্লাস,
সন্তসেবা কর দিয়া মন ।
প্রত্যহ নিয়ম করি, মাধুকরী ভিক্ষা করি,
তাতে কর উদর পূরণ ।।

কখন বর্ষানে স্থিতি, কভু লীলাস্থলে গতি,
অনিকেত রূপে অবস্থান।
করপুটে মাধুকরী, জলপান করাঞ্জলী,
প্রেমানন্দে করহ ভ্রমণ।।
একদিন সুধীজন, বলিলেন সুবচন,
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ইহা নয়।
মাধুকরী হেন ধন, গুরুদেবে সমর্পণ,
পশ্চাতে শিষ্যের ভক্ষনীয়।।
শুনিয়া সাধুর বাণী, আজীবন তাহা মানী,
শিক্ষাদিলা নিজ আচরণে।
অগণিত জন কত, হইয়া চরণাশ্রিত,
সেই শিক্ষা করিল পালনে।।
একদিন গুরুসঙ্গে, গোবর্দ্ধনে আসিরঙ্গে,
মহারাজ অদ্বৈতে দেখিলা।
অতি আনন্দিত মনে, প্রণমিলে শ্রীচরণে,
কৃপাদৃষ্টে দেখিতে লাগিলা।।
জহুরী জহর চিনে, দেখিয়া বুঝিল মনে,
বালক রূপেতে মহাজন।
তব এই শিষ্য বরে, সমর্পণ কর মোরে,
কালক্রমে হইবে সুজন।।
তবে কৃপাসিন্ধু বাবা, পুছে তুমি কি করিবা
থাকিবে কি ইহার চরণে।
এত দিনে তব আশ, পূর্ণ হৈল অভিলাষ,
সে অবধি রৈলা গোবর্দ্ধনে।।
ভাগবত আদি যত, ভক্তি গ্রন্থ কত শত,
কত নাম করিব বর্ণন।
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু,
উজ্জ্বলাদি কৈলা অধ্যয়ণ।।
বাবা শ্রীমদ্বিষ্ণুদাস, ভজনে সদা উল্লাস,
তাঁর পাদ পদ্মে কিছু কাল।
বৈরাগ্য পালন কথা, বৈধী রাগানুগা যথা,
একে একে জানিলা সকল।।
বৃন্দাবন দাস সেহ, তোমার অভিন্ন দেহ,
যেন রামচন্দ্র নরোত্তম।

দোঁহাকার সমপ্রীতি, কিবা সে সৌহার্দ্দরীতি,
উভয়েই ভাগবতোত্তম ।।
করি অতিশয় যত্ন, সাধন মঞ্জুষা রত্ন,
দুয়ে মিলি করিলা লিখন ।
তবে কিছু দিন পরে, শ্রীরাধিকা কুণ্ড তীরে,
সারানিশি করিয়া স্মরণ ।।
শেষ রাত্রে নিদ্রা গেলে, শ্রীদাস গোস্বামী বলে,
গিরিধারী করহ সেবন ।
সেবাতে হইলা ব্রতী, দিনে দিনে বাড়ে প্রীতি,
প্রেমানন্দে হইলা মগন ।।
তবে গোবর্দ্ধনে ফিরি, গোফা ঘরে বাস করি,
মনদিলা শাস্ত্র অধ্যয়ণে ।
সনাতন সুপণ্ডিত, মহান্ত নামেতে খ্যাত,
তাঁর ঠাঁই পঠন পাঠনে ।।
শ্রীপাদ যদু গোপাল, ভক্তিরাজ্যে মহীপাল,
একদা আইল গোবর্দ্ধন ।
সর্ব্বত্র দর্শন করি, আনন্দেতে ঘুরি ফিরি,
শেষে তোমা দিল দরশন ।।
ত্রিজগত মনোহারী, স্বপ্নে প্রাপ্ত গিরিধারী,
রূপে মুগ্ধ হৈল প্রভুপাদ ।
প্রেমে করি জরাবরি, লৈয়া যান হোড় করি,
তাঁর শোকে হইলা উন্মাদ ।।
হৃদয়ে বিধিছে শূল, শোকে হয়েন ব্যাকুল,
না হয় ভজন-সাধন ।
অন্নজল ত্যাগকরি, ভূমে যাও গড়াগড়ি,
এ সংবাদ যায় বৃন্দাবন ।।
প্রভুপাদ ভয় পাইয়া, মূর্ত্তি দেন পাঠাইয়া,
অভিষেক করিলা যতনে ।
তবে তিনদিন পরে, হারা ধন পাই ঘরে,
ভোগ দিয়া করিলা ভোজনে ।।
আর একদিন কথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
গুরুসঙ্গে ব্রজ পরিক্রমা ।
সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে করি, পরিক্রমা সারি সারি,
আনন্দের কি দিব উপমা ।।

দিন দুই অনাহার, গুরুদেবের অগোচর,
মনে তুমি করিলা বিচার।
গুরুদেব সর্ব্ববেত্তা, জগতের হর্তা কর্ত্তা,
মনে জানি দিবেন আহার ।।
এবে অন্তর্যামী গুরু, শিষ্য বাঞ্ছা কল্পতরু,
ভোজ্যদ্রব্য আনিল সম্ভার।
শ্রীগুরু চরণ তরি, পারের সম্বল করি,
কায়মনে করিলা সুসার ।।
একদিন রাত্রে আসি, স্বপ্নে কৃষ্ণ কন হাঁসি,
ব্রজ ছাড়ি না কর গমন।
ভক্তিনিষ্ঠা সহকারে, রই এই ব্রজপুরে,
ব্রজবাস পরম সাধন ।।
সেই হৈতে শ্রদ্ধাভরে, রহিলেন ব্রজপুরে,
অন্যত্র না করিলা গমন।
দীর্ঘদিন দুই ভাই, গোফা ঘরে একঠাঁই,
থাকি কৈলা একান্ত ভজন ।।
এইমত একাসনে, রহিলা শ্রীগোবর্দ্ধনে,
মন প্রাণ করি সমর্পণ।
কৃষ্ণদাসের গুরুভক্তি, বর্ণিতে নাহিক শক্তি,
আদর্শেতে গঠিত জীবন ।।
এইরূপে দিন যায়, মনে শান্তি নাহি পায়,
কৃষ্ণদাস চিন্তিল উপায়।
জ্বরের ছলনা করি, মরদেহ ত্যাগ করি,
প্রবেশিল গোবিন্দ লীলায় ।।

একদিন রাম কৃষ্ণ বাবার চরণে।
আসিলা শ্রীবৃন্দাবনে আনন্দিত মনে ।।
তাঁর পদে জিজ্ঞাসিলে ভজনের কথা।
যাঁর বাক্যামৃতে ঘুচে হৃদয়ের ব্যাথা ।।
বাবা কহে তিন লক্ষ কর হরিনাম।
দিবারাত্র নিষ্ঠাসহ করিয়া নিয়ম ।।
তবেত বলিলা তুমি শ্রীমদ্ ভাগবত।
পড়িতে হৃদয় মোর হয় উল্লসিত ।।

আনন্দে বলিল বাবা পঞ্চাশ অধ্যায় ।
ভজনের অঙ্গরূপে রাখিও স্বাধ্যায় ।।
তথা হৈতে গোবর্দ্ধনে কৈলা আগমন।
গদাধর দাস বাবা দাস বৃন্দাবন ।।
তিনের মিলনে হৈল আনন্দ কীর্ত্তন ।
দিবস রজনী কিবা নাহিক গণন ।।
চিকিৎসার ছলে আইলা গোপাল মন্দির ।
স্বপ্নে গিরিধারী দেখি হইলা অধীর ।।
এখনই যাব আমি গিরি গোবর্দ্ধন ।
প্রবোধে সান্ত্বনা কৈল অনুগত জন ।।
পরে একদিন রাত্রে দেখিলা স্বপন ।
শূল গজেন্দ্র ঔষধ করিতে সেবন ।।
নির্ধনত্ব মহারোগ কৃপার লক্ষণ ।
বহুদিন শুনিয়াছি শ্রীমুখ বচন ।।
শিষ্য প্রতি যত স্নেহ নাহি তার সীমা ।
জগতে কাহার সহ না হয় উপমা ।।
কিশোরী দাসের প্রতি তোমার যে প্রীতি ।
ভাষায় বর্ণিতে মোর নাহিক শকতি ।।
কি জানি কিগুণে তার প্রতি এত দয়া ।
কৃপাতে সম্ভব সব এতো নহে মায়া ।।
কৃপা শক্তি যোগ্যাযোগ্য না করে বিচার ।
ভগবৎ রাজ্যের এই রূপ ব্যবহার ।।
শিষ্য প্রতি বাৎসল্য সাধুর ভূষণ ।
অনুগত জনে স্নেহ না হয় দূষণ ।।

মানসী গঙ্গার তীরে, অভিরাম গ্রন্থাগারে,
থাকি শাস্ত্র করিলা বিচার ।
শুনিতে তোমার কথা, বহু ভক্ত আসে তথা,
শিক্ষা দিলা বৈষ্ণব আচার ।।
সুসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, রসশাস্ত্রে সুনিপুণ,
ভাগবত তব কণ্ঠ হার ।
অগণিত ভক্তগণে, করাইয়া অধ্যয়ণে,
শিক্ষা দিলা জ্ঞান গর্ভসার ।।

অষ্টযাম ভক্তিরসে, মগ্ন থাক ভাবাবেশে,
গ্রাম্যবার্তা না যায় শ্রবণে।
ভজনের রীতি যত, শ্রীগুরু প্রণালী কত,
শিখে ভক্ত তোমার চরণে ॥
প্রভুপাদ তিনকড়ি, ঐকান্তিক নিষ্ঠা করি,
ব্রজধামে করিলা ভজন।
মোর গুরুদেব সঙ্গে, ইষ্টগোষ্ঠী পরসঙ্গে,
প্রেমানন্দে হইত মগন ॥
তাঁর ছিল শিষ্য যত, তব পদে অনুগত,
শিক্ষা দিলা তুমি তা সবার।
যাঁর যাহা প্রয়োজন, করিতেন আহরণ,
তুমি হও জ্ঞানের ভাণ্ডার ॥
গুরু ভ্রাতা একে একে, চলি যায় নিত্য লোকে,
স্মরি হৃদি পাও বড় ব্যথা।
নিজ লীলা সম্বরণ, করিবারে হৈল মন,
মনে পড়ে পূর্ব্বলীলা গাথা ॥
একদা রজনীশেষে, কহে রাধাকৃষ্ণ এসে,
চল মোর নিকুঞ্জ কাননে।
নিজ সিদ্ধ দেহ লৈয়া, সেবাতে জড়াও হিয়া,
আর না করিও আশা মনে ॥
অনুগত শিষ্য যত, বুঝি হৈল একত্রিত,
নিত্য করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
গুরুর সুখের তরে, দেহ সুখ ত্যাগ করে,
ভক্তিগ্রন্থ করায় শ্রবণ ॥
গুরু কহে শিষ্য গণে, কেবা আছ কোন স্থানে,
আমি আছি গম্ভীরা লীলায়।
শিষ্যগণ দৈন্যভরে, বলে তারা জোড় করে,
আছি তব শ্রীপদ সেবায় ॥
১৯শ ৯৫ সনে, ভাগবত স্বভবনে,
রাত্রি একাদশ ঘটিকায়।
মাঘ শুক্লা নবমীতে, অখণ্ড নামের সাথে,
প্রবেশিলা নিকুঞ্জ সেবায় ॥
সমাগত ভক্তগণ, করে সবাই ক্রন্দন,
হায় হায় কি হবে উপায়।

আমাদের প্রাণধন, হইলেন অদর্শন,
মোরা সবে হৈনু নিরুপায় ।।
ভক্তিভরে নমি তাঁরে, দয়া কর এ জনারে,
গুরু মোর পতিত পাবন ।
মদন মোহন দাস, করে এই অভিলাষ,
পাই যেন শ্রীগুরু চরণ ।।

জয় প্রভু শ্রীঅদ্বৈত অধম তারণ ।
প্রাণের বারতা কিছু করি নিবেদন ।।
নিজ হস্তে জ্বেলেছিলে প্রদীপ যেকটি ।
সব দিলা নিভাইয়া না রহিল গুটি ।।
ম্রিয়মাণ রূপে যাহা ছিল অবশেষ ।
অকস্মাৎ ঝঞ্জাবাতে করিলা নিঃশেষ ।।
'হায় প্রভু কি করিলা একি অঘটন ।
মেঘ বিনা বজ্রঘাতে হৃদ্ বিদারণ ।।
প্রাণ জুড়াইতে আর নাহি এক ঠাঁই ।
মোদের কি দশা হবে ভাবিয়া না পাই ।।
ওহে প্রভু দয়াময় শ্রীপ্রিয়াচরণ ।
বারেক মোদের কথা রাখিও স্মরণ ।।
তোমার বিরহে মন কেমন যে হয় ।
সাক্ষাৎ তা না দেখিলে বোঝান না যায় ।।
বহুদিন দেখি নাই ও চাঁদ বদন ।
কৃপাতে আশ্বস্ত কর দিয়া দরশন ।।
প্রকটে যাদের প্রতি করিলা করুণা ।
এবে যেন তাহাদের করনা বঞ্চনা ।।
নিজ গুণে কর কৃপা না হও উদাস ।
চরণে পড়িয়া কাঁদে এ কিশোরী দাস ।।

শ্রীল প্রিয়াচরণদাস মহারাজাষ্টকম্

**কৌলীন্য সংশিতে কুলে পরমে পবিত্রে
গোত্রে জগদ্ধিতকরে মধুরে চ বাৎস্যে ।
জাতঃ কৃপান্বিততনুর্জগতাং হিতায়
তং শ্রীপ্রিয়াচরণ নাম গুরুং নমামি ।। ১ ।।**

প্রিয়াচরণ নামে যিনি ব্রজেতে বিখ্যাত।
পরম পবিত্র বাৎস্য গোত্রে আর্বিভূত ॥
জগতের হিত লাগি যাঁর আর্বিভাব।
নমি আমি সদা সেই গুরুর চরণ ॥ ১ ॥

বিষ্ণোঃ পুরং সুনগরং নিকষা স্থিতস্য
বৈতাল নাম নগরস্য হি মধ্যভাগে।
বালঞ্চ যেন গমিতং পঠনাদি কার্য্যৈ-
স্তং শ্রীপ্রিয়াচরণ নাম গুরুং নমামি ॥ ২ ॥

বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুর নামে আছে স্থান।
বৈতাল নামেতে তার পাশে আছে গ্রাম ॥
বাল্য যাঁর সেই স্থানে হইল যাপন।
নমি আমি সদা সেই গুরুর চরণ ॥ ২ ॥

ত্যক্ত্বা গৃহং বিষময়ং বয়সা যুবৈব
ভ্রাতৃদ্বয়েন সহ যো মথুরাং জগাম।
সংলব্ধবান্ যতিজনোচিত বেশরূপং
তং শ্রীপ্রিয়াচরণ নাম গুরুং নমামি ॥ ৩ ॥

অসার সংসার মনে করিয়া ভাবন।
ভ্রাতৃদ্বয় সহ যাঁর ব্রজেতে গমন ॥
সন্ন্যাসীর বেশ তথা করিলা ধারণ।
নমি আমি সদা সেই গুরুর চরণ ॥ ৩ ॥

প্রেমোদ্গতামৃতবিভাবিত হৃৎসরোজো
গুহাগৃহে গিরিতটে ভজনে প্রমত্তঃ।
আসীৎ প্রিয়ঃ সকল সজ্জন চিত্তবৃত্তে-
স্তং শ্রীপ্রিয়াচরণ নাম গুরুং নমামি ॥ ৪ ॥

প্রেমামৃত বিভাবিত সদা যাঁর চিত্ত।
গোফাগৃহে গিরিতটে ভজনে নিরত ॥
যিনি হন বৈষ্ণবের অতি প্রিয়জন।
নমি আমি সদা সেই গুরুর চরণ ॥ ৪ ॥

যো বৈ গিরা মধুরয়া ভগবৎকথাভি-
রানন্দয়দ্রসবিদাং হৃদয়ং জনানাম্।
শাস্ত্রানুশীলনজ ভক্তি রসজ্ঞবর্য্য-
স্তং শ্রীপ্রিয়াচরণ নাম গুরুং নমামি ॥ ৫ ॥

ভাগবত কথামৃত মধুর বচনে।
শুনাইত ভক্তগণে আনন্দিত মনে।
শাস্ত্রানুশীলনে যিনি অতি বিচক্ষণ
নমি আমি সদা সেই শ্রীগুরু চরণ ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণস্য ধাম্নি খলু মাধুকরীং বিধায়
বৃন্দাবনে ব্রজগৃহাদ্বসতিং চকার।
কুত্রাপি যো ন গতবান্ ব্রজধাম হিত্বা
তং শ্রীপ্রিয়াচরণ নাম গুরুং নমামি ॥ ৬ ॥

মাধুকরী বৃত্তি যাঁর জীবনের ব্রত।
ব্রজধাম বৃন্দাবনে যিনি অনুরক্ত ॥
ব্রজ ছাড়ি অন্যত্র না করিল গমন।
নমি আমি সদা সেই শ্রীগুরু চরণ ॥ ৬ ॥

গোবর্দ্ধনাচলতটে কৃতনিত্য বাসং
বিজ্ঞং মুকুন্দ ভজনে পরমাত্মতত্ত্বে।
কৃষ্ণাশ্রয়ং নিখিল সদ্ গুণভাবিতঞ্চ
তং শ্রীপ্রিয়াচরণ নাম গুরুং নমামি ॥ ৭ ॥

গোবর্দ্ধন গিরিতটে নিত্য অবস্থিতি।
মুকুন্দ চরণে যাঁর ঐকান্তিক রতি ॥
সাত্ত্বিকাদি ভাব যাঁর হইত স্ফুরণ।
নমি আমি সদা সেই শ্রীগুরু চরণ ॥ ৭ ॥

যৎপাদ পঙ্কজযুগস্য বিচিন্তনেন
পারং পরং জিগমিষো ভবদুঃখসিন্ধোঃ।
আসীৎ কৃপাপরিমিতা ময়ি যস্য দীনে
তং শ্রীপ্রিয়াচরণ নাম গুরুং নমামি ॥ ৮ ॥

যার পাদপদ্ম মোর ভব সিন্ধু তরি।
অনায়াসে পার হব হৃদি চিন্তা করি ॥
অসীম করুণা যাঁর অধমের প্রতি।
সেই গুরু পাদপদ্মে অশেষ প্রণতি ॥ ৮ ॥

গুরোশ্চরণমানম্য গুরোোঃ সন্তুষ্টিহেতবে।
কৃতবানষ্টকং কশ্চিন্নাম্না মদনমোহনঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীগুরু চরণ শিরে করিয়া ধারণ।
গুণলেশ পদ্যাষ্টক ভণয়ে মদন ॥ ৯ ॥